দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/৬/২০০৩

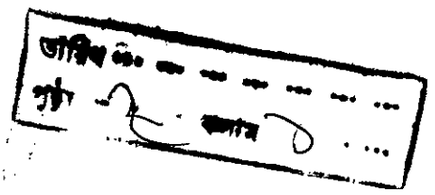

৩১টি মামলা করেও সাড়ে ১৯ হাজার ভুয়া দাখিল পরীক্ষার্থী রেজাল্ট আদায়ের চ্যালেঞ্জে হেরে গেছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ মাদ্রাসা বোর্ডের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক একত্রিশটি মামলা করেও সাড়ে ১৯ হাজার ভুয়া দাখিল পরীক্ষার্থী রেজাল্ট আদায়ের চ্যালেঞ্জে হেরে গেছে। আদালত মাদ্রাসা বোর্ডকে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা যায় কিনা তা পুনরায় যাচাই-বাছাই করে দেখতে অনুরোধ করেছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, এসব পরীক্ষার্থী যে ভুয়া সে ব্যাপারে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। মাদ্রাসা বোর্ড ইতোমধ্যে তাদের ফল কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে অভিযুক্ত পরীক্ষার্থী ও মাদ্রাসা প্রধানকে শোকজ করেছে।

জানা যায়, ২০০০ সালে পরীক্ষার আগে ২২ হাজার দাখিল ছাত্রছাত্রীর ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ধরা পড়ে। এদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাদের রেজিস্ট্রেশন যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় যে, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের মুড়িতে একনাম কিন্তু ছাত্রের কপিতে ও দাখিলা ফরমে আরেকনাম, ছবি পরিবর্তন, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ তারা নানাবিধ জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে। একটি কমিটি গঠন করে এসব রেজিস্ট্রেশন যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়। তখন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. এটিএম শরীফ উল্লাহ। বিভিন্ন মহলের চাপ উপেক্ষা করে তিনি সন্দেহাতীত ভুয়াদের ফল প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আদালতে একের পর এক মোট একত্রিশটি মামলা দায়ের হয়। ইতোমধ্যে নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাপক মো: আবু বকর সিদ্দীক। সম্প্রতি আদালতের রায়ে এসব ছাত্রছাত্রীর ফল পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দীক বলেন, নতুন করে যাচাই-বাছাইয়ের কোন প্রয়োজন নেই বলে বোর্ডের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। কারণ; বোর্ডের ভিতরের ও বাইরের লোককে পারিশ্রমিক দিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে এসব রেজিস্ট্রেশন যাচাই-বাছাই করা হয়। একই কাজ আবার করে কোন লাভ হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যান জানান, সাড়ে ১৯ হাজার পরীক্ষার্থীর প্রত্যেককে কেন তাদের ফল বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে শোকজ নোটিস দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের মাদ্রাসা প্রধানকেও শোকজ নোটিস দেয়া হয়েছে।